بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪০-১২/০১ | সোমবার, ০৫ জিলহজ্জ, ১৪৪০ হিজরী | ০৫/০৮/২০১৯ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিমানবন্দর সম্প্রসারণে ভারতীয় দাবীর প্রতি হাসিনা সরকারের বশ্যতা স্বীকারকে বাংলাদেশের জনগণ কখনোই মেনে নেবে না

বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সরকার বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে আগরতলা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের অনুমতি দিতে শত্রুরাষ্ট্র ভারতের সাথে আরেকটি রাষ্ট্রবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই ভয়ঙ্কর ভারতীয় প্রস্তাবকে 'ইতিবাচক' হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এখন এই প্রস্তাব এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে ভারতের সাথে সমন্বয় সাধন করছে। নির্লজ্জভাবে ভারতীয় মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক আরও একধাপ এগিয়ে এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছে যে, জেনেভা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কিছু অংশ সুইজারল্যান্ডে ও কিছু অংশ ফ্রান্সে পড়েছে। এটা পরিষ্কার যে, আমাদের বিশ্বাসঘাতক শাসকেরা ইতিমধ্যেই আমাদের ভূ-খন্ড ভারতের হাতে তুলে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং তারা কতিপয় কপট বুদ্ধিজীবী ও বিশ্লেষকদের মাধ্যমে কেবল এটিকে ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করছে। ধিক্কার এই দালাল সরকারের প্রতি, যখন ভারতীয় নদী আগ্রাসনে বাংলাদেশ ধ্বংসাত্মক বন্যার সম্মুখীন, তখন তারা উম্মাহ্'র ভূ-খণ্ডকে কাফির মুশরিক রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়ার চক্রান্ত করছে! বাংলাদেশের মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে ভারতের সাথে এক হয়ে কাজ করছে। বিক্রি হয়ে যাওয়া এই সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামরিক সার্বভৌমত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত খাতসমূহ, যেমন: বিদ্যুৎ, জ্বালানী, খনিজ ও বন্দর থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা খাতে ভারতীয় গভীর অনুপ্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে চলেছে, এবং সর্বদা ভারতীয় স্বার্থকে বাংলাদেশের 'জাতীয় স্বার্থ' হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করছে।

হে হাসিনা! এই বিভ্রান্তির মধ্যে থেকো না যে মুসলিম উম্মাহ্'র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি পার পেয়ে যাবে। নিশ্চয়ই তোমার দিন ফুরিয়ে আসছে এবং শীঘ্রই দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্'র আদালতে তোমাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। বাংলাদেশের জনগণ কখনোই ভারতের সাথে এধরনের রাষ্ট্রবিরোধী চুক্তি মেনে নেবে না, যেমন তারা এই মুশরিক রাষ্ট্রের সাথে পূর্বে সম্পাদিত কোন চুক্তিই মেনে নেয়নি। আমরা মুসলিমরা বিগত পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ভারতীয় যুদ্ধকে ভুলে যাইনি, এবং আমরা ভারতের প্রতি তোমার আনুগত্যের দীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কেও সম্যক অবগত। তাই বাংলাদেশের উপর ভারতীয় আধিপত্য নিশ্চিত করতে তুমি যতই মরিয়া হও না কেন, আমরা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বি.এস.এফ-এর হত্যাকান্ড, ফারাক্কা ও টিপাইমুখ বাঁধের মাধ্যমে আমাদের নদ-নদী ও জীবিকা ধ্বংস, কাশ্মীরে অবৈধ দখলদারিত্ব ও বর্বরতা, এবং গুজরাটের গণহত্যাকে কখনো ভুলে যাবো না। ভারতীয় আধিপত্য সম্পর্কে তুমি এতই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছো যে আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জ্বাল-এর পরিবর্তে মুশরিকদেরকে নিজের রক্ষাকারী হিসেবে গ্রহণ করেছ। এমনকি তুমি এই হিন্দু-রাষ্ট্রের স্বার্থে নিজেকে এতটাই বিলিয়ে দিয়েছো যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলার মতো একটি সহজ কাজের জন্যও ভারতীয় হস্তক্ষেপ কামনা করছো। [ডেঙ্গু প্রতিরোধে ভারতীয় বিশেষজ্ঞ আসছে (১/৮/২০১৯, banglanews24.com]।

হে মুসলিমগণ! মুশরিক রাষ্ট্রের হাতে মুসলিম ভূ-খণ্ড তুলে দেয়ার এই বিষয়টিকে কোনভাবেই মেনে নিবেন না। আপনারা ভালোভাবেই অবগত আছেন যে, আমাদের ভূমি ভারতীয় বিমানবন্দরের অংশ হয়ে গেলে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা আরও ঝুঁকির মুখে পড়বে। বাংলাদেশের উপর ভারতের কর্তৃত্বের পথ আরও সুগম হবে। দশকের পর দশক ধরে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গর্ভপ্রসূত এই শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক অনুসৃত দাসসুলভ পররাষ্ট্রনীতিই এর জন্য দায়ী, যা এই মুশরিক ভারতকে তার আঞ্চলিক শক্তি হওয়ার পরিকল্পনার পথে সহায়তা করে আসছে। আপনাদেরকে অবশ্যই এই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, যা এমন কলঙ্কিত শাসকগোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে যারা নিজেদের ক্ষমতাকে সুরক্ষিত রাখতে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে মুসলিমদের স্বার্থকে বিকিয়ে দিয়েছে, আমাদের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে মুশরিক শত্রুরাষ্ট্র ভারতের দয়ার উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

* لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا *

"নিশ্চয়ই আপনি মানবজাতির মধ্যে ঈমানদারদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় ইহুদি ও মুশরিকদেরকে সবচেয়ে শক্তিশালী হিসেবে দেখতে পাবেন।" [সূরা আল-মায়িদাহ্: ৮২]

হে মুসলিমগণ! আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর**, আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, বিশ্বাসঘাতক এই চুক্তিকে রুখে দাঁড়ান। মুশরিক কাফির রাষ্ট্রের হাতে মুসলিম ভূ-খণ্ড তুলে দেয়ার বিষয়টি আপসযোগ্য নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে হারাম। যে চুক্তি মুসলিমদের নতজানু করে, মুসলিম ভূখন্ডে কাফেরদের সার্বভৌমত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং মুসলিমদের উপর আধিপত্য প্রদান করে, সে সব চুক্তি ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ (হারাম)। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

* وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا *

"এবং কিছুতেই আল্লাহ্ মুসলিমদের উপর কাফিরদের (কর্তৃত্বের) কোন পথ রাখবেন না।" [সূরা আন-নিসা: ১৪১]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ